ব্যাখ্যা হিসেবে গ্রহণ ...

সক্ষমতার সমবায়।

Q 12 বুদ্ধি কাকে বলে? বুদ্ধির শ্রেণিবিভাগ ও বৈশিষ্ট্য লেখো।

Ans. ১। বুদ্ধির সংজ্ঞা

বুদ্ধির সংজ্ঞা দেওয়ার ক্ষেত্রে বিভিন্ন মনোবিদ তাদের মতামত দিয়েছেন, তবে তাঁদের মতামত থেকে কোনো সর্ববাদীসম্মত সংজ্ঞা পাওয়া যায়নি। ফলে মনোবিজ্ঞানীদের সংজ্ঞাগুলিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়।

① **জৈবিক সংজ্ঞা :** জৈবিক সংজ্ঞাগুলি মানুষের অভিযোজনের উপর গুরুত্ব আরোপ করে। যেমন, মনোবিদ স্টার্ন বলেছেন, জীবনের নতুন সমস্যা বা পরিস্থিতির সঙ্গে অভিযোজন করবে সাধারণ মানসিক ক্ষমতা হল বুদ্ধি।

মনোবিদ ওয়েলস বলেছেন—মনের যে ধর্ম বলে আমাদের আচরণে ধারার গুণবিন্যাস করে অভিনব পরিস্থিতিতে আমরা উন্নত ধরনের প্রতিক্রিয়া করি তাই হল বুদ্ধি।

② **শিক্ষামূলক সংজ্ঞা :** শিক্ষামূলক সংজ্ঞাগুলিতে শিখন ক্ষমতার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। যেমন—

ডিয়ারবোর্ন বলেছেন—শিখন ক্ষমতা বা অভিজ্ঞতা ভিত্তিক আচরণ অর্জনের ক্ষমতা হল বুদ্ধি।
বাকিংহাম বলেছেন—শিখনের ক্ষমতাই হল বুদ্ধি।

3. **মানসিক ক্ষমতাসংক্রান্ত সংজ্ঞা :** মনোবিদগণ বুদ্ধিকে আবার মানসিক ক্ষমতা হিসেবে বিবেচনা করেছেন। যেমন—**টারম্যান** বলেছেন—বিমূর্ত চিন্তার ক্ষমতাই হল বুদ্ধি।
4. **সামাজিক সংজ্ঞা :** ব্যক্তি তার গোষ্ঠীতে কীরূপ আচরণ করে তা দেখে তার বুদ্ধি নিরূপণ করা হয়।
5. **পরীক্ষা নির্ভর সংজ্ঞা :** পরীক্ষানির্ভর সংজ্ঞাগুলিকে বুদ্ধির কার্যকারিতার উপর জোর দেওয়া হয়। যেমন—**থর্নডাইক** বলেছেন—আচরণের মূল্যায়িত রূপ হল বুদ্ধি।

বুদ্ধির শ্রেণিবিভাগ

বুদ্ধির নির্দিষ্ট সংজ্ঞা নিরূপণের অসুবিধা থাকায় মনোবিদগণ বুদ্ধিকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করেছেন। এ সম্পর্কে মনোবিদ ক্যাটেল এবং হেব-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। **ক্যাটেল** বুদ্ধিকে দু-ভাগে ভাগ করেছেন—তরল বুদ্ধি এবং কেলাসিত বুদ্ধি। **হেবও** অনুরূপভাবে দু-রকমের বুদ্ধির কথা বলেছেন A বুদ্ধি এবং B বুদ্ধি। ইংরেজ মনোবিদ **ভার্নন** 1955 খ্রিস্টাব্দে বলেছেন বুদ্ধি আর-এক শ্রেণির হতে পারে। এইটিকে তিনি C বুদ্ধি নাম দিয়েছেন।

বুদ্ধির এই শ্রেণি বিভাগ ছাড়াও আরও অনেক শ্রেণিবিভাগ বিভিন্ন মনোবিদ করেছেন। যেমন—**থর্নডাইক** বলেছেন বুদ্ধি তিন প্রকার। যথা—

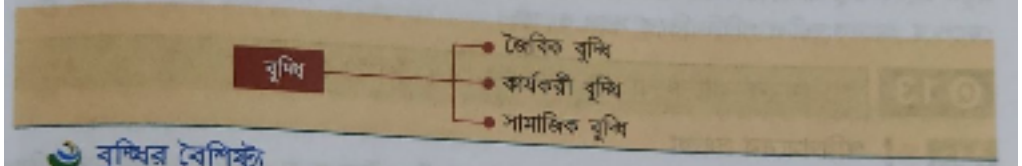

বুদ্ধির বৈশিষ্ট্য

1. **সর্বজনীন ক্ষমতা :** প্রতিটি মানুষ সাধারণ মানসিক ক্ষমতা (General mental ability) নিয়ে ভূমিষ্ঠ হয়। পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর মানসিক ক্ষমতার আর বৃদ্ধি ঘটানো যায় না। সকল মানুষের মধ্যে বিদ্যমান সর্বজনীন এই ক্ষমতা জীবন পথ পরিক্রমণের হাতিয়ার হয়ে মানুষের সর্ববিধ কাজে কমবেশি যুক্ত হয়ে থাকে।
2. **বিকাশশীল :** সাধারণ মানসিক ক্ষমতা বিকাশশীল। অধিকাংশ মনোবিদের পরীক্ষালব্ধ সিদ্ধান্ত হল সাধারণ মানসিক ক্ষমতার বিকাশ ঘটে। কৈশোরকাল পর্যন্ত (Upto adolescence)। ওই বিকাশ ব্যক্তির আচরণের মধ্য দিয়ে পরিস্ফুট হয়।
3. **জন্মগত ক্ষমতা :** জন্মসূত্রে শিশু সাধারণ মানসিক ক্ষমতার বা বুদ্ধির অধিকারী হয়ে থাকে। এটি অর্জন করা যায় না।
4. **সৃজনশীলতা :** সাধারণ মানসিক ক্ষমতার বলে মানুষ হয় সৃজনশীল। এই সৃজনশীলতার জন্যই সে নব উন্মাদনায় নতুনত্বের দিকে পা বাড়ায়, তার সৃজনশীল মনোভাবে সুপ্ত প্রতিভার (Innate disposition) বিকাশ ঘটে, আত্মবিশ্বাস বাড়ে, সাধনায় ফলপ্রাপ্তির পথ সুগম হয়।
5. **স্বাতন্ত্র্যতা :** স্বাতন্ত্র্যতা হল জীবের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্যের জন্য ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে সাধারণ মানসিক ক্ষমতা বা বুদ্ধির পার্থক্য দেখা যায়, এর ফলে দেখা যায়, একই কর্মে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে কর্ম নৈপুণ্যের ব্যবধান।
6. **মূর্ত বুদ্ধি ও বিমূর্ত বুদ্ধি :** সাধারণ মানসিক ক্ষমতা বা বুদ্ধি দ্বারা সমস্ত বৌদ্ধিক কাজ (Cognitive activities) সম্পাদিত হয়। ওই মানসিক ক্ষমতা কখনও মূর্ত চিন্তন (Concrete thinking), আবার